সংবাদ

তারিখ ... 25 MAY 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ কলাম ... ২ .....

দেশের অধিকাংশ প্রতিবন্ধী শিশু মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে

সেবিকা দেবনাথ

দেশের অধিকাংশ প্রতিবন্ধী শিশু এখনও মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে রয়ে গেছে। এছাড়াও মূলধারার বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষা উপকরণসহ বিদ্যালয়ের অবকাঠামো ও উপযুক্ত পরিবেশের প্রকট অভাব রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারার শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে না পারলে ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জন করা সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করছেন বিশেষজ্ঞরা। সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ তৈরির তাগিদ দিয়েছেন তারা।

বিশ্বব্যাঙ্ক সংস্থার তথ্য মতে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ১০ শতাংশ প্রতিবন্ধী। আর এর মধ্যে ৩০ শতাংশই শিশু। এ হিসাবে দেশে মোট প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লাখ আর প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা প্রায় ৪৮ লাখ। জাতীয় প্রতিবন্ধী জোরদারের তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য বিশেষায়িত সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে মাত্র ১৪টি। ২০০২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট প্রতিবন্ধী শিশুর ৪ ভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেত। বর্তমানে কি সংখ্যক প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলে যাচ্ছে এর সঠিক কোন পরিসংখ্যান না থাকলেও সংশ্লিষ্টরা ধারণা করছেন এ সংখ্যা বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে এখনও অনেক প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। অন্যদিকে মূলধারার বিদ্যালয়গুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ না থাকায় এ শিক্ষার্থীদের অনেকে ঝরে পড়ছে। পাশাপাশি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের পড়ানোর জন্য স্কুলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক না থাকা, প্রাথমিক স্কুলের ভর্তি নির্দেশিকায় প্রতিবন্ধীদের ভর্তির ব্যাপারে নির্দেশ থাকলেও প্রয়োজনীয় শিক্ষা সহায়ক উপকরণ না থাকায় তারা ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে না।

সরকারিভাবে যে বিশেষ স্কুলগুলো বর্তমানে চলছে, সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ সম্পূর্ণ পৃথক ও অনগ্রসর। অন্যদিকে বেসরকারি পর্যায়ে প্রতিবন্ধীদের জন্য অনেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকলেও তা অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং জনসংখ্যা সীমিত। এতে গরিব ও মধ্যবিত্ত পরিবারের শিশুরা পড়াশোনা করতে পারে না। ফলে প্রতিবন্ধীরা প্রকৃত শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। রাজধানীর হাজিনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে ৮ বছর বয়সী মো. জীবন। দরিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া জীবন পারিবারিক প্রতিবন্ধী। অর্থাভাবে জীবনের চিকিৎসা করাতে পারেনি তার পরিবার। হিঁচড়ে দিয়ে দোতলার ক্লাসে উঠানামা করতে কষ্ট হয় জীবনের। কিন্তু তা হলেও স্কুলে আসতে তার ভালো লাগে। লেখাপড়া শিখে বড় হওয়ার স্বপ্ন দেখে জীবন কিন্তু সে জানে অর্থাভাবে তার হয়তো আর সামনে এগোনোই হবে না।

এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হেমায়েত উদ্দিন বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ে সাধারণত দরিদ্র পরিবারের শিশুরাই পড়াশোনা করে। জীবন ছাড়া আর কোন প্রতিবন্ধী শিশু এই বিদ্যালয়ে নেই।

তিনি বলেন, বিশেষায়িত স্কুলগুলোতে প্রতিবন্ধীদের লেখাপড়ার জন্য মোটামুটি ব্যবস্থা রয়েছে। তবে সাধারণ স্কুলগুলোতে প্রতিবন্ধীরা একদম উপেক্ষিত। না বুঝে সহপাঠী শিশুরা তাদের নিয়ে উপহাসও করে। এ অবস্থার উত্তরণে প্রতিটি স্কুলকে প্রতিবন্ধীবান্ধব করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র যেমন : চেয়ার টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, বেঞ্চ ইত্যাদিও প্রতিবন্ধীবান্ধব ধারা দরকার।

আইনে যা আছে

সংবিধানের ২৭ অধ্যায়ের ১৭ নং অনুচ্ছেদে সব নাগরিকের জন্য অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার কথা উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানে বাধ্যবাধকতা অনুসরণে ১৯৯০ সালে প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক) আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগে ও ১৯৯৩ সালে সাধারণে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচি চালু করা হয়েছে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের বিশ্ব মানবাধিকার ঘোষণায় প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার অধিকারের কথা স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এ ঘোষণার প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করে এটি বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছে। জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের অধিকার সনদের ২৪নং ধারাতে শিক্ষার অধিকারের কথা উল্লেখ করে বলা আছে, প্রত্যেক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরই শিক্ষা লাভ করার অধিকার আছে। এই অধিকার সার্থকভাবে বাস্তবায়নের জন্য সরকার একীভূত শিক্ষা চালু করবে। একীভূত শিক্ষা হলো এমন এক ব্যবস্থা যেখানে প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীরা একসঙ্গে লেখাপড়া করে। এছাড়াও সরকার জীবনব্যাপী শিক্ষার ব্যবস্থা করবে, যেখানে প্রতিবন্ধী ও অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা যে কোন বয়সেই শিক্ষা লাভ করতে পারবে।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির শিক্ষা অধিকার বাস্তবায়নের জন্য সরকার যা যা নিশ্চিত করবে তা সম্পর্কে ওই সনদে বলা আছে, যে কোন স্কুলে ভর্তি হওয়া বা পড়াশোনার জন্য প্রতিবন্ধী হওয়াটা যেন বাধা না হয়, আর সনদের অপ্রতিবন্ধী শিশু যে স্কুলে লেখাপড়া করে প্রতিবন্ধী শিশুও সেই স্কুলে একইসঙ্গে লেখাপড়া করবে, প্রতিবন্ধী শিশু বা ব্যক্তির জন্য যেসব বিশেষ সুবিধা, সহযোগিতা ও পরিবেশ লাগবে সব সাধারণ স্কুলেই তার ব্যবস্থা থাকবে ইত্যাদি।

২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে শিক্ষা কার্যক্রমের মূলধারায় প্রতিবন্ধীদের সম্পৃক্ত করার কথা বলা হয়েছে। তবে প্রতিবন্ধিত্বের তারতম্যের কারণে যাদের সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে না, তাদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়নি উল্লেখ করে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ মধু আমা বেগম জানালেন, তাদের প্রতিষ্ঠানে মেধা এবং যোগ্যতা যাচাই করেই শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। এ পর্যন্ত এই প্রতিষ্ঠানে স্কুল পর্যায়ে প্রতিবন্ধী কোন শিশু ভর্তির জন্য আসেনি। ২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে একজন দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী তাদের প্রতিষ্ঠান থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়েছে। ক্লাসে যাওয়া-আসা এইসহ অন্যান্য কাজে তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হয়। এখনে প্রতিবন্ধীদের প্রতি কোন ধরনের অবজ্ঞা বা অবহেলা করা হয় না।

মিরপুর বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ বদরউদ্দিন হাওলাদার বলেন, প্রতিবন্ধী শিশুরা এখনও অনেক অবহেলার শিকার। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেভাবে নির্মাণ করা হয়েছে তা মোটেও প্রতিবন্ধী শিশুবান্ধব নয়। এ ক্ষেত্রে সরকারকে আরও আন্তরিক ও বাস্তব হতে হবে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ জানান, প্রতিবন্ধী শিশুদের মূলধারার শিক্ষাব্যবস্থায় সম্পৃক্ত করার জন্য সরকার নতুন শিক্ষানীতিতে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। নতুন তৈরি হওয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে হুইলচেয়ার নিয়ে যাতায়াতের জন্য পথ নির্মাণ (র‍্যাম্প সুবিধা) করা হচ্ছে। পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বাড়তি কৃতি মিনিট বরাদ্দ হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, আর্থিক সমস্যার কারণে প্রতিবন্ধীবান্ধব শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে তাদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে বেশি সময় লাগবে না। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে দায়িত্বে থাকাকালীন সচিব রুমানা বিশ্বাস জানান, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার পরিস্থিতি খুব ভালো না হলেও আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে। বর্তমানে ১৮ হাজারের বেশি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষায় প্রতি মাসে সরকারি বৃত্তি পাচ্ছে। কিন্তু প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বাস্তব পরিস্থিতি সুখকর নয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, সরকারের যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকলেও প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা ব্যবস্থা সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক সদিচ্ছা, মাঠ পর্যায়ে যারা দায়িত্বে থাকেন তারা তৎপর হলেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর অবকাঠামো প্রতিবন্ধীবান্ধব করে গড়ে তোলা সম্ভব। নতুন করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং পুরাতন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংস্কারের সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবন্ধী শিশুদের উপযোগী করে নির্মাণ করার বিধান থাকলেও তা মানা হচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে মনিটরিংয়ের ওপর আরও জোর দিতে হবে।

প্রতিবন্ধী শিশুরা মূল ধারার শিক্ষায় সম্পৃক্ত হচ্ছে স্বীকার করে রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, তবে এটা নিতান্তই কম। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধী শিশুদের ভর্তি করার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখায় না। কিন্তু অবকাঠামোগত সমস্যার কারণে এই শিশুরা স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত রেখে এমডিজি অর্জন সম্ভব নয়। মূল ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিবন্ধীবান্ধব পরিবেশ তৈরির ওপর গুরুত্ব দিয়ে নেটার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্ট নির্বাহী পরিচালক এএইচএম নোমান খান বলেন, প্রতিবন্ধীদের শিক্ষার সুযোগ আগের তুলনায় বেড়েছে। ১০ বছর আগেও সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা যেতে পারত না। ২০০২ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী মোট প্রতিবন্ধী শিশুর প্রায় ৪ শতাংশ সাধারণ স্কুলগুলোতে যাচ্ছে। বর্তমানে সঠিক কোন পরিসংখ্যান না থাকলেও ধারণা করা যায় এখন ১৫ থেকে ২০ ভাগ প্রতিবন্ধী শিশু স্কুলে যেতে পারছে। এটা বুবই ইতিবাচক একটি দিক। এই ইতিবাচক দিকটির ধারাবাহিকতায় সব প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ তৈরি করা এবং তাদের শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র তৈরি করবে বলে মনে করেন তিনি।